বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল)

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নং-প্রকা/আরএমডি(৩০)/CTR/২০২০-২০২১/১২৫৭ তারিখ ঃ ১২-১০-২০২০

০১। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা

০২। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা

০৩। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক

০৪। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়/ আঞ্চলিক কার্যালয় এর মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ নির্ভুল ও পরিপূর্ণ তথ্য সম্বলিত CTR/STR বিবরণী নির্ধারিত সময়ে প্রেরণ প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এর সর্বশেষ ১৭-০৯-২০১৭ তারিখের বিএফআইইউ এর পরিপত্র নং-১৯/২০১৭ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২৭-০৪-২০২০ এবং ০৪-০৬-২০২০ তারিখের যথাক্রমে পত্র নং-আরএমডি(৩০)/ CTR /২০১৯- ২০২০/ ২৬৪৯ এবং ২৭১১ নং পত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ।

০২। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নির্দেশনা মোতাবেক goAML পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্পোরেট শাখা/ আঞ্চলিক কার্যালয় হতে প্রাপ্ত CTR অনলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়। শাখা/ কার্যালয় হতে প্রাপ্ত CTR data পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক শাখা/ কার্যালয় অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য সম্বলিত CTR data অত্র বিভাগে প্রেরণ করে, ফলে অসম্পূর্ণ/ ভুল তথ্য সম্বলিত CTR data দ্বারা goAML software এ Posting দেয়ার কাজে বিঘ্ন ঘটায়। অনেক সময় তথ্য না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট শাখার CTR বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু শাখায় **CTR/STR যোগ্য লেনদেন হওয়া সত্ত্বেও তা গোপন করা হয়**, যা অনাকাংখিত এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) এর ২৩(৪) ধারার পরিপন্থী এবং শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

০৩। **নগদ লেনদেন রিপোর্ট (Cash Transaction Report-CTR) বিষয়কঃ**

(ক) শাখার প্রতিটি লেনদেন পর্যালোচনা করে কোন একক হিসাবে এক দিনে এক বা একাধিক বার জমার পরিমান বা উত্তোলনের পরিমান ১০.০০ লক্ষ টাকা বা তদূর্দ্ধ হলে সে হিসাবের বিপরীতে CTR রিপোর্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে জমার পরিমান ও উত্তোলনের পরিমান আলাদা আলাদা ভাবে ১০.০০ লক্ষ টাকা বা তদূর্দ্ধ হলে জমা ও উত্তোলনের জন্য আলাদা আলাদা CTR রিপোর্ট করতে হবে।

(খ) সরকারি অফিস বা সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের হিসাবে নগদ জমার ক্ষেত্রে (পরিমান নির্বিশেষে) CTR রিপোর্ট দাখিল করার প্রয়োজন নাই। তবে নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথারীতি নির্দেশনা অনুযায়ী CTR রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(গ) প্রতি মাসের দাখিলযোগ্য CTR শাখা হতে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়ে এবং মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয় হতে ৭ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে দাখিল করতে হবে। সময়মত CTR রিপোর্ট দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকতে পরামর্শ প্রদান করা হলো। এ বিষয়ে কোন গাফিলতি/ অপারগতা এবং নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন দাখিলে বিলম্বের জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জরিমানা আরোপিত হলে তার দায়ভার সংশ্লিষ্টদের (ব্যবস্থাপক/ আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক) উপর বর্তাবে।

০৪। **শাখা সমূহ হতে সিটিআরযোগ্য হিসাবের CTR প্রেরণ কালে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অবশ্যই পূরণ করতে হবেঃ**

(ক) কর্পোরেট বা অংশিদারী হিসাবের ক্ষেত্রে সকল পরিচালকগণের প্রত্যেকের পূর্ণাঙ্গ তথ্য পৃথক ফরমে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) কর্পোরেট বা অংশিদারী হিসাবের ক্ষেত্রে কোম্পানীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ অবশ্যই দিতে হবে।

(গ) যে কোন হিসাবে (আমানত ও ঋন যে নামে পরিচালিত হোক না কেন) ১০.০০ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ অংকের লেনদেন হলেই CTR রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক।

(ঘ) চলতি এবং লোন হিসাবের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স নম্বর এবং তারিখ অবশ্যই দিতে হবে।

(ঙ) গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইডি কার্ড, পাসপোর্ট ও জন্ম নিবন্ধন নম্বর এই তিনটির যে কোন একটি অবশ্যই দিতে হবে। এছাড়া TIN/ E-TIN নম্বর যদি থাকে তা লিখতে হবে।

(চ) টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর দিতে হবে।

(ছ) হিসাবধারীর পূর্ণ ঠিকানার সাথে পোষ্টাল কোড দিতে হবে।

(জ) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত এসবিএস কোড নম্বর এর সাথে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শাখার কোড নম্বর দিতে হবে।

(ঝ) হিসাবধারীর পেশা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Occupation list ই-মেইল এর মাধ্যমে বিকেবি'র সকল শাখায় ইতিপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে)।

(ঞ) অনলাইন শাখার হিসাব নম্বর লেখার সময় ১৩ ডিজিটের নম্বর লিখতে হবে অথবা যে সকল শাখা লাইভ অপারেশনে যায়নি সে সকল শাখার ক্ষেত্রে শাখার বিকেবি এর কোড নম্বরসহ হিসাব নম্বর লিখতে হবে। যেমন-এলপিও এর ক্ষেত্রে ৪০০১-০২১০০২০০৩ অথবা ৪০০১-২০০৩।

*(ট) CTR/STR যোগ্য লেনদেন এর সম্পূর্ণ তথ্য অর্থাৎ লেনদেন এর তারিখ, টাকার পরিমাণ, টাকার লেনদেনের ধরণ যেমন-জমা/উত্তোলন (CREDIT / WITHDRAWL) এ যাবতীয় তথ্যাদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(ঠ) CTR ফরম পূরণ শেষে আবশ্যিকভাবে "The Transactions mentioned above at column no 11(eleven) appear not to be suspicious " অথবা " উল্লেখিত লেনদেনসমূহ অস্বাভাবিক/ সন্দেহজনক নয়" লিখে অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর(সিলসহ) ও রিপোর্টিং ব্যক্তির মোবাইল নম্বর লিখে প্রেরণ করতে হবে।

*(ড) On line-এ CTR পোষ্টিং দেয়ার জন্য অত্র বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা জনাব কানিজ ফাতিমা (০১৭৩০৮৫০২৪৬) এর সংগে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো

০৫। **অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR & Suspicious Activities Report-SAR) প্রক্রিয়া বিষয়কঃ**

(ক) BAMLCO/ শাখার ২য় কর্মকর্তা কর্তৃক শাখার প্রতিটি লেনদেন (পরিমান নির্বিশেষে) যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন। সন্দেহজনক কোন লেনদেন/ তথ্য পাওয়া গেলে লেনদেনের বর্ণনা ও সন্দেহের কারণ উল্লেখপূর্বক তাৎক্ষনিকভাবে STR/ SAR দাখিল করবেন।

(খ) যদি কোন লেনদেনে সন্দেহজনক কোন তথ্য পরিলক্ষিত হয় তাহলে তাৎক্ষনিকভাবে STR/ SAR দাখিল করতে হবে। **সন্দেহজনক কোন লেনদেন পাওয়া না গেলে শাখাসমূহ মাস শেষে CTR দাখিল করার সময়"সন্দেহজনক কোন লেনদেন পাওয়া যায়নি" মর্মে প্রত্যয়ন পত্র মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয় গুলো শাখাসমূহের প্রত্যয়নপত্রের উপর নির্ভর করে নিশ্চিত হয়ে একই ধরণের প্রত্যয়নপত্র প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।** অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লেনদেনসমূহ যাচাই করতে হবে যাতে পরবর্তীতে কোন সন্দেহজনক লেনদেন ধরা না পড়ে। এরূপ কোন লেনদেন পাওয়া গেলে এবং BFIU জরিমানা/ শাস্তি আরোপ করলে তা সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে। **উল্লেখ্য যে কোন সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেলে গোপনে STR/ SAR রিপোর্ট করতে হবে।গ্রাহকের লেনদেন বন্ধ করা যাবে না।**

(গ) সন্দেহজনক লেনদেন বলতে সাধারনত সেসব লেনদেনকে বুঝাবে যা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ আইনের আওতাভুক্ত কর্মকান্ড হতে উদ্ভুত হয়েছে অর্থাৎ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইনের Predicate offence হিসেবে নির্দেশিত উৎস হতে উদ্ভুত আয়। সাধারনভাবে একজন গ্রাহকের জ্ঞাত এবং আইনসিদ্ধ আয় হতে উদ্ভুত বলে প্রতিয়মান হয় না এরূপ লেনদেন সন্দেহজনক বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) গ্রাহক ঘোষিত সম্ভাব্য লেনদেনমাত্রার (T.P) সংগে সংগতিহীন লেনদেন বিষয়ে অনুসন্ধানে যদি যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবে তা সাধারণভাবে অস্বাভাবিক/ সন্দেহজনক লেনদেন বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) কোন গ্রাহকের জ্ঞাত আয়ের সাথে সংগতিহীন অস্বাভাবিক বৃহৎ আকারের লেনদেন।

(চ) গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্পষ্ট নয় এরূপ বিভিন্ন পক্ষের নামে বিভিন্ন গন্তব্যে অর্থ প্রেরণের অনুরোধ।

(ছ) গ্রাহক হিসাবে বারবার জমার অংক ক্ষুদ্র হলেও ক্রমপুঞ্জিভূত জমার পরিমান বৃহৎ যা গ্রাহকের জ্ঞাত আইনসিদ্ধ আয়/ কর্মকান্ডের সাথে সংগতিহীন।

(জ) হিসাব খোলার সময় গ্রাহক সম্পর্কিত তথ্য প্রদানে অপারগতা/ অনিহা গড়িমসি ইত্যাদি SAR যোগ্য।

(ঝ) গ্রাহক কর্তৃক শাখার সাথে সরাসরি যোগাযোগ এড়িয়ে চলা SAR যোগ্য।

(ঞ) গ্রাহকের জ্ঞাত আইনসিদ্ধ আয়ের সাথে সংগতিহীন FDR ক্রয়।

০৬। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শাখা পরিদর্শনের সময় CTR প্রেরণ করা হয়নি এমন তথ্য উদঘাটিত হওয়ায় বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে ব্যাখ্যা তলব করার পাশাপাশি **সিটিআর প্রেরণ না করায় ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) জরিমানা আরোপ করা হয়।** এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অত্র ব্যাংকের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে যদি কোন শাখা নির্ধারিত সময় অর্থাৎ প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে CTR/STR যোগ্য নির্ভূল ও পরিপূর্ণ তথ্য সম্বলিত CTR/ STR data প্রেরণ না করার কারনে কোন জরিমানা আরোপিত হলে তার দায় সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, CTR এর ফরমে তথ্য ঘাটতি থাকলে তা পূরণকল্পে বা এ সংক্রান্ত কোন ধরণের জটিলতা/ অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা জনাব কানিজ ফাতিমা (০১৭৩০৮৫০২৪৬) এর সংগে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৭। অতএব, কোন শাখায় CTR / STR এ রিপোর্টযোগ্য কোন লেনদেন না থাকলেও অবশ্যই শূণ্য প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে যথাযথভাবে CTR এর বিবরনী প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগনদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো। ১৫ তারিখের পর কোন শাখা/ মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে CTR এর বিবরনী প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গ্রহনযোগ্য হবে না। অন্যথায় যে কোন সমস্যা/ জরিমানার ঘটনা ঘটলে সকল দায় সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে।

০৮। বিষয়টি অতীব জরুরী।

-অনুমোদনক্রমে

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃ আকতার হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় দায়িত্বে)
ও
উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO)

নং-প্রকা/আরএমডি(৩০)/ CTR /২০২০-২০২১/১২৫৭ তারিখঃ ১২-১০-২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। ষ্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সকল মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকাকে অত্র পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৮। নথি/মহানথি।